যীশু শিষ্যদের প্রেরণ করলেন

মার্ক ৬:৭-১৩

যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের "আমার পশ্চাৎ এস" (মার্ক ১:১৭ক) এমন আহ্বান করেছিলেন, তখন তার অর্থ তাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল না। হয়তো "আমি তোমাদের মনুষ্যধারী করব" (মার্ক ১:১৭খ) এই কথার দ্বারা তারা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু জেলে হওয়ায় 'মাছ ধরা' তাদের কাছে পরিচিত বিষয় হলেও 'মানুষ ধরা' বিষয়টি তেমন পরিচিত ছিল না। 'মানুষ ধরা' কথার অর্থ, জগতের মানুষদের কাছে আমাদের যেতে হবে এবং যীশুর জন্য তাদের ধরতে হবে। এই কাজের জন্য প্রয়োজন আমাদের সময়, কষ্টস্বীকার, এবং বিশ্বস্ততা।

মনুষ্যধারী হওয়ায় একদিকে যেমন আমরা জগতের মানুষদের যীশুর কাছে 'আসতে' আহ্বান দেব; ঠিক অন্যদিকে, যীশুর আজ্ঞা মেনে তাদের কাছে আমাদের 'যেতে' হবে। যীশুর এই আজ্ঞা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য। আমরা যতজন সেই নামে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সেই নাম জগতের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আজকের শাস্ত্রাংশে আমরা যীশুর শিষ্যদের দেখতে পাই, যারা যীশুর আজ্ঞা মেনে মানুষদের কাছে গিয়েছিল। আসুন, তাদের কাছ থেকে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করি।

ক। বার্তাবাহক (৭ পদ)

যীশু তাঁর ১২জন শিষ্যকে কাছে ডাকলেন এবং দু'জন-দু'জন করে তাদের প্রেরণ করলেন। অর্থাৎ, ইতিপূর্বেই যারা তাঁর শিষ্য হয়েছে (মার্ক ৩:১৩-১৫), এমন ব্যক্তিদের তিনি প্রেরণ করলেন। তাঁর অনুসরণকারী হিসাবে তারা উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তারা তাদের জাগতিক বিভিন্ন আকর্ষণ ত্যাগ করে যীশুর পশ্চাৎ অনুসরণ করেছেন, যীশুর সান্নিধ্যে শিক্ষা লাভ করেছেন। এখন সময় এসেছে, তাদের সেই শিক্ষাকে বাস্তবরূপ প্রদান করার। আজও একইভাবে, আমরা যদি যীশুর পক্ষে কার্যকর সাক্ষী হতে চাই, তাহলে, আমাদেরও উপযুক্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন। এরজন্য আমাদের ঈশতত্ত্বের উপর ডক্টরেট উপাধির প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের প্রভুকে জানতে হবে, এবং তাঁর সঙ্গে জীবিত সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হবে।

শিষ্যেরা কিন্তু তাদের নিজেদের শক্তিতে এগিয়ে যায়নি। তারা ঈশ্বরের শক্তিতে সেই কাজের জন্য শক্তিবান হয়েছিল। মন্দ-আত্মাদের উপর যীশু তাদের ক্ষমতা দিলেন। অর্থাৎ, মানুষের আত্মাকে চুরি করতে চায় বা বিনাশ করতে চায় এমন অন্ধকারের শক্তি বা মন্দ-শক্তির উপর যীশু তাদের ক্ষমতা দিলেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর কাজের জন্য আমাদের শক্তি যুগিয়ে থাকেন। আমরা যদি তাঁর পক্ষে সাক্ষী হতে চাই, তিনি অবশ্যই আমাদের শক্তি"ক্ষমতা যোগাবেন।

খ। বার্তাবাহকদের প্রয়োজনাদি (৮-১১ পদ)

যীশু তাঁর শিষ্যদের এই বিশ্বাস নিয়ে জগতে যেতে বলেছেন যে, তিনি তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। তা হল, তারা তাদের জাগতিক প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে। যীশু কেবল তাদের আত্মিক ক্ষমতা দেবেন, এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের জাগতিক প্রয়োজনও পূরণ করবেন। এ বিষয়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসের কথা শিক্ষা দেন। শিষ্যদের ন্যায় আমাদেরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে ঈশ্বর আমাদের জীবনের ভার গ্রহণ করেছেন, তাই আমাদের সকল ভাবনার ভার তাঁকে দিতে হবে (১ পিতর ৫:৭)। তাই, যখন আমরা যাব, তখন এমন অতিরিক্ত ঝুলি আমরা নেব না, যা আমাদের ভারগ্রস্ত করে। এর অর্থ আমাদের পর্যাপ্ত রসদ থাকবে কিন্তু তার বিনিময়ে যেন আমাদের বিশ্বাসের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আবার, লূক ২২:৩৫ পদ এবং মথি ১০:১০খ পদ অনুসারে, "কার্যকারী নিজ আহারের যোগ্য" হওয়ায়, সুসমাচার শ্রবণকারীদের উপর বার্তাবাহকদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে (১করি ৯:৭, ১৪; ১ থিষ ২:৯)

গ। বার্তা (১২ পদ)

"মন ফেরাও!" যীশুও তাঁর পার্থিব পরিচর্যা এই বার্তার দ্বারা শুরু করেছিলেন (১:১৫)। যীশুকে শিষ্যেরা বারংবার এই বার্তা প্রচার করতে দেখেছে, এখন তাদের দায়িত্ব সেই বার্তা প্রচার করা। পাপপূর্ণ জীবন পিছনে ফেলে রেখে মানুষদের জীবিত ঈশ্বরের পথে ফিরতে হবে, নতুন জীবনযাপন করতে হবে। যীশুর জন্য পথ প্রস্তুতকারী যোহন বাপ্তাইজকও একই বার্তা প্রচার করেছিলেন (মথি ৩:২)। ব্যবস্থা পালনের দ্বারা বা কর্মের দ্বারা যা লাভ করা সম্ভব হয়নি, স্বয়ং ব্যবস্থা প্রদানকারী আমাদের পরিবর্তে তা সাধন করেছেন। তাই, নিজেদের সৎকর্মের দ্বারা মুক্তির আশা ত্যাগ করে, বা সেই পথ ত্যাগ করে;আমাদের প্রভুর প্রতি ফিরতে হবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাঁর সৎ কার্যে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের প্রকৃত অনুতাপের দ্বারা (মন পরিবর্তনের দ্বারা) আবার ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক নতুন করে তৈরি হবে, কারণ খ্রীস্ট আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুণর্মিলিত করার জন্যই ক্রুশে আমাদের পরিবর্তে মরেছেন। এর দ্বারা আমরা পাই নতুন জীবন, যে জীবন মন্দতারপথকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞাতার জীবনযাপনে আমাদের উদ্যোগী করে। তাই, ঈশ্বর চান আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ নতুনীকরণ। আমাদের খ্রীস্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ তিনি দেখতে চান (কলসীয় ১:২৮খ)।

সুসংবাদ এই যে, আমরা ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হব, আমাদের জীবন পরিবর্তিত হবে এবং আমাদের নতুন পরিচিতি দেওয়া হবে। তাই, 'মন পরিবর্তনের' বার্তা আশার বার্তা, নতুন সূচনার বার্তা। এমনকি পাপিষ্ঠ পর্যন্ত খ্রীষ্টে পাবে নতুন জীবন।

ঘ। করুণা (১৩ পদ)

এই পদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যখন শিষ্যেরা সেই বার্তা প্রচার করেছিল, মানুষেরা তার প্রতি মনোযোগ করেছিল। ফলস্বরূপ, তারা তাদের জীবনে লাভ করেছিল বিভিন্ন আশীর্বাদ। শিষ্যেরা কেবল খ্রীস্টের বার্তা প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, লোকেরা যখন তাদের দ্বারা প্রচারিত বার্তার প্রতি কান দিল, তারা তাদের আত্মা ও শরীরের পরিচর্যা করল। যে সকল মন্দ-আত্মা তাদের আত্মাদের এতদিন কষ্ট দিয়েছে বা যে সকল জরা-ব্যধি তাদের শরীরকে এতকাল যন্ত্রণা দিয়েছে, শিষ্যেরা খ্রীস্টের ক্ষমতায় তা থেকে তাদের মুক্তি দিলেন। কারণ, ঈশ্বর আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতি মনোযোগী। পূর্ণ মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর আশীর্বাদ আমাদের দিতে চান।

একইভাবে, আমরা যেমন জীবন-পরিবর্তনকারী সুসমাচার প্রদান থেকে নিজেদের কখনও দূরে রাখব না; ঠিক তেমনই, তাদের জাগতিক প্রয়োজন ঈশ্বরের ক্ষমতায় পূরণ করতে সর্বদা আগ্রহী হব। এর দ্বারা আমরা জগতের কাছে আমাদের সত্য সাক্ষ্য তুলে ধরতে পারব।

আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, ঈশ্বর আমাদের প্রেরণ করেছেন। মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন তাদের আত্মার পরিত্রাণ। যদিও বেশিরভাগ মানুষ তাদের জাগতিক প্রয়োজনকেই বেশি মূল্য দেয়। জাগতিক বা মানসিক চিন্তার ভার তাদেরকে প্রকৃত আত্মিক সমস্যা উপলব্ধিতে বাধা দেয়। তাই, যখন আমরা তাদের কাছে প্রচার করি যে একমাত্র যীশুই তাদের নতুন জীবন দিতে পারেন, তখন যেন আমরা তাদের জাগতিক বা মানসিক সমস্যাকে একেবারে উপেক্ষা না করি। ঈশ্বরের করুণা সকলের জন্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য। লোকেরা ক্ষুধার্ত হলে যীশু তাদের খাইয়েছিলেন, আমরাও যেন তা করি। লোকেরা কষ্ট-যন্ত্রণা পেলে যীশু তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরাও যেন তা করি। আমরা তাঁর বার্তাবাহক, আমরা তাঁর বার্তা প্রচার করি, এবং আমাদের পরিচর্যার দ্বারা তাঁর করুণাকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিই।